প্রচ্ছদ
প্রতিবেদন

উচ্ছেদ আতঙ্ক

খাসিয়ারা যাবে কোথায়

খাসিয়ারা বৃহত্তর সিলেটের পার্বত্য এলাকার আদিবাসী। সাতশ’ বছর ধরে পাহাড়ে বংশ পরম্পরায় তাদের বসবাস। অথচ আজও তারা পায়নি রাষ্ট্রীয়ভাবে ভূমির অধিকার। সকল মহলই তাদের পুঞ্জি থেকে এখন উচ্ছেদ করতে তৎপর। বিক্ষুব্ধ পাহাড়ের সন্তান খাসিয়ারা

রিপোর্ট: মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ থেকে
ফিরে **জয়ন্ত আচার্য**
ছবি: **ম্যাকজিল**

‘কুবলাই কুবলাই থি লিত বাস। কবাই স ই ইং ও ব্লি হো।’ খাসিয়া জনগোষ্ঠীর একটি গানের পংক্তি। বাংলা— স্বাগতম স্বাগতম চলে এসো। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পান-সুপারি খেতে। মূলত পাহাড়, অরণ্য, ছড়া, পান-সুপারি নিয়েই সিলেটের আদিবাসী খাসিয়াদের সহজ-সরল জীবন। স্বর্গরাজ্য! প্রকৃতির মানবগোষ্ঠী খাসিয়াদের বসতি পাহাড়ের চূড়ায়। যূথবদ্ধভাবে পুঞ্জিতে। অথচ শান্তিপ্রিয় খাসিয়াদের পুঞ্জিতে এখন চলছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাবশালী মহল খাসিয়া পুঞ্জি দখলে নানা তৎপরতা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা দখল করে নিয়েছে খাসিয়াদের বেলুয়া পুঞ্জি। দখলের জন্য সশস্ত্র আক্রমণ করেছে বালাইমা পুঞ্জিতে। প্রতিটি পুঞ্জিতে উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকাংশে প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলছে। পাহাড় থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে মরিয়া সব মহল। বিগত সরকারের আমলে ইকো পার্কের নামে চলেছে উচ্ছেদ ও চাঁদাবাজি। এখনও ইকো পার্কের নামে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পুঞ্জিতে চাঁদাবাজি করছে। সাংসদের বিরুদ্ধেও চাঁদার দাবির অভিযোগ উঠেছে। খাসিয়াদের হয়রানি করতে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা একের পর এক মিথ্যা বন মামলা করে চলছে। থানার খাসিয়া পুঞ্জির হেডম্যানের বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। মূলত বহিরাগত প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানই আজ খাসিয়াদের পাহাড় থেকে উচ্ছেদ করতে তৎপর। অসহায় তারা। বিপন্ন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। তাদের

আতঙ্কের মাঝে ওদের বেড়ে ওঠা

প্রশ্ন, পাহাড় ছেড়ে আমরা যাবো কোথায়? তবে ক্রমেই শান্তিপ্রিয় খাসিয়ারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গড়ে তুলতে যাচ্ছে প্রতিরোধের দুর্গ।

খাসিয়া : পাহাড়ের আদিবাসী

দেবতা উ ব্লাই নাংথউ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি এক জোড়া মানব-মানবী সৃষ্টি করলেন। কিছুদিন পর তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন এক অপদেবতা তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে। উ ব্লাই নাংথউ চিন্তায় পড়লেন। তিনি দ্বিতীয়বার মানব-মানবী সৃষ্টি করার আগে একটি কুকুর সৃষ্টি করলেন। মানব-মানবীকে কুকুরের পাহারায় রাখলেন। অপদেবতা আর মানুষের ক্ষতি করতে পারলো না। খাসিয়া উপকথায় এভাবেই তাদের পৃথিবীতে আবির্ভাবের কাহিনী বর্ণিত আছে। সিলেটের পার্বত্য অঞ্চল একদা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। খাসিয়া-জৈন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের মালার আদিম সমাজভুক্ত লোকই আজ খাসিয়া নামে পরিচিত। খাসিয়াদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে জটিলতা রয়েছে। তবে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, খাসিয়ারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। তাদের ভাষা বৃহত্তর অস্ট্রিক পরিবারের মন-ক্ষেমর শাখার অন্তর্গত। সিলেটের জৈন্তাপুর, জাফলং, তামাবিল ও সুনামগঞ্জে খাসিয়ারা প্রায় সাতশ’ বছর আগে বসবাস শুরু করে বলে সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা। তবে খাসিয়াদের ভাষা বিশ্লেষণ করে ডক্টর গ্রিয়ারসন উল্লেখ করেছেন প্রাচীনকালে খাসিয়ারা চীন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছিলো। চীনের হোয়াইকং ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে এরা বসবাস করতো। এ নদী বেয়ে তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি অংশ আসাম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। The Khasis গ্রন্থের প্রণেতা পি.আর.টি গর্ডনস লিখেছেন, আসামে একবার ভীষণ বন্যা হয়। খাসিয়াদের অনেক ঘরবাড়ি বন্যায় গ্রাস করে। তখন তারা সিলেটের দিকে চলে আসে। প্রথা অনুসারে সিলেটের বিভিন্ন পাহাড় পরিষ্কার করে তারা বসবাস শুরু করে। জনশ্রুতি রয়েছে খাসিয়া পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় বসবাস নিয়ে। খাসিয়ারা বিশ্বাস করতো আদিতে পাহাড় ও আকাশ ছিলো সমান লয়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে পাহাড়বাসী তাদের আদি পুরুষের সরাসরি যোগাযোগ ছিলো। একবার তারা গুরুতর অন্যায় করে ফেলে। এ কারণে আকাশ উপরে উঠে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাহাড়, অরণ্য, ঝর্না ঘিরেই খাসিয়াদের লোকগাথা। ১৯০১ সালে ব্রিটিশ সরকার আদমশুমারি করে। এ আদমশুমারি অনুসারে সিলেটে খাসিয়াদের সংখ্যা ৪০৯১ ছিলো। ব্রিটিশ শাসনামলে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে খাসিয়ারা শান্তিতে বসবাস করতো। ’৪৭-এর দেশ বিভক্তির পর শুরু হয় টানাপড়েন। সিলেটের পার্বত্য অঞ্চল পড়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে। ’৫৬ সালে পূর্ব জরিপে খাসিয়াদের বসবাসরত দুর্গম পাহাড় অঞ্চলকে তাদের দখলি স্বত্ব দেয়া হয়। অথচ নিয়মানুসারে তারাই ছিলো ভূমির প্রকৃত মালিকানার দাবিদার।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর ছিলো প্রত্যক্ষ অবদান। স্বাধীনতার পর তারা স্বপ্ন দেখে পাহাড়ে ভূমির প্রকৃত অধিকার তারা পাবে। অথচ বাস্তবতা হয়ে ওঠে বৈরী। চা বাগান ও বনায়নের নামে রাষ্ট্র পাহাড় অধিগ্রহণ আরো জোরালো করে। এরশাদ সরকার আমলে খাসিয়াদের এক বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত আনার কথা বলা হয়। তখন থেকেই শুরু হয় নানা উৎপীড়ন। একসনা বন্দোবস্তের জন্য স্যাটেলম্যান্ট অফিস ও আদালতে গিয়ে তারা নানাভাবে প্রতাড়িত হতে থাকে। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নোয়াখালী, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমতলের মানুষ এসে বসবাস শুরু করে পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। তাদের মধ্যে প্রভাবশালীদের সঙ্গে গড়ে ওঠে স্থানীয় প্রশাসনের একটি সখ্য। তারাই পাহাড়ের বন্দোবস্ত নেয়ার নামে খাসিয়াদের উচ্ছেদের চেষ্টা শুরু করে। গত দুই দশকে খাসিয়ারা তাদের ১৫টি পুঞ্জি হারিয়েছে। ইকো পার্কের কারণে বিগত সরকারের আমলে উচ্ছেদ আতঙ্ক ছিলো। ছিলো সমিতির নামে পাহাড় দখলের প্রবণতা। সম্প্রতি ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাবশালীদের পুঞ্জি দখলের প্রবণতা আরো বেড়েছে। প্রতিটি পুঞ্জিতেও উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। নানা সমিতির নামে কাগজ বের করে প্রভাবশালী মহল পাহাড়ের স্বত্ব দাবি করছে। চাঁদাবাজি করছে।

খাসিয়া পুঞ্জি : সরেজমিন

সুউচ্চ পাহাড়ের খাদে খাসিয়াদের ছোট ঘর। বাঁশ ও মাটির বেড়া। একটি পাহাড়ে ২০ থেকে ৪০টি পরিবারের বাস। প্রতিটি পাহাড় একটি পুঞ্জি। প্রতি পুঞ্জিতে একজন হেডম্যান রয়েছে। পূর্বে জৈন্তাপুরে একজন রাজা

নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বেঁচে থাকার সংগ্রাম

নির্যাতন চলছে চা শ্রমিক আদিবাসীদের ওপর, অসহায় ওরা

ছিলেন। এখন নেই। হেডম্যান বা মন্ত্রীই পুঞ্জির মূল কর্তা। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তার। খাসিয়ারা পাহাড়ে পান, লেবু ও আনারস চাষ করে। পাহাড়ে লাগায় নানা ধরনের বনজ গাছ। দুর্গম পাহাড়ে শত বছর ধরে তারা গড়ে তুলেছে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতিসমৃদ্ধ অঞ্চল। পাহাড়ের এ সম্পদই খাসিয়াদের জন্য এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের বনজ গাছ ও খেত দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী বাঙালি মহল।

১৬ জুলাই সকাল ৯টায় ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকদের একটি টিমে রওনা হই শ্রীমঙ্গল থেকে মাগুরছড়ার দিকে। সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে আগাতে লাগলো আমাদের পিকআপ। পিকআপটি পৌঁছায় মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ডের কাছে। ছোট একটি পুকুরের মতো জায়গাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভেতরে কালো পানি। চারদিকের গাছগুলো বিবর্ণ। '৯৭ সালের ৬ জুন মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ডে আগুন লাগায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাগুরছড়া পুঞ্জির খাসিয়ারা। পুড়ে যায় তাদের পানের বরজ, পাহাড়ের গাছ। রেললাইনের পাশে মাগুরছড়া পাহাড়। পাহাড়ে আবারও ঘর বেঁধেছে খাসিয়ারা। চল্লিশটি খাসিয়া পরিবার এখন বাস করে পাহাড়ে। সুউচ্চ পাহাড়ের শেষ মাথায় হেডম্যান সুজিয়াং করডরের ঘর। তিনি জানান, গ্যাস ফিল্ডে আগুন লাগায় তাদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। আজও পানের বরজ করা যাচ্ছে না। জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। অক্সিডেন্টালের কাছে তারা দুই কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলো। পেয়েছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা। তিনি বলেন, গ্যাস ফিল্ডে আগুন লাগার ক্ষতি সহজে পূরণ হবে না। ৮/১০ বছর পুরো জায়গায় পানের বরজ করা সম্ভব হবে না। এ পুঞ্জির খাসিয়ারাও উচ্ছেদ আতঙ্কে রয়েছে। ইকো পার্ককে কেন্দ্র করে এ অতঙ্ক বিগত সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এখন বিভিন্ন মহল ইকো পার্কের কথা বলে অর্থ দাবি করছে। ৮নং সাইটাবাড়ি ইউনিয়নে বৈরাগী পুঞ্জিতে খাসিয়াদের খুনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে '৮৬ সালে উচ্ছেদ করা হয়। ব্রিটিশ আমলে খাসিয়ারা এ পাহাড়ে এসে বসবাস শুরু করে। প্রায় সাড়ে তিনশ' একর জমির ওপর তারা গড়ে তোলে পুঞ্জি। '৫৬ সালে ভূমি জরিপে এ পুঞ্জিকে গভীর অরণ্য বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৬০ সালে পুঞ্জির হেডম্যান আলওয়াল সিং চুনারুঘাট থানার রেভিনিউ অফিস থেকে ২৪২ নং স্মারকে ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। বন বিভাগ তার বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বাধা দেয়। তখন আলওয়াল সিং হবিগঞ্জ ৪র্থ মুনসেফী আদালতে বন কর্মকর্তা মিলেই রেঞ্জ, কর্মকর্তা চুনারুঘাট ও পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশকে বিবাদী করে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবিতে স্বত্ব মামলা দায়ের করে। স্বত্ব আপিল মামলায় '৭০ সালের ৩১ আগস্ট আদালত খাসিয়াদের পক্ষে রায় দেয়। রায় পেয়ে গারো ও খাসিয়ারা পুঞ্জিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। '৮৬ সালে একটি মহল খাসিয়াদের উচ্ছেদের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। পাশে রেল লাইনে তিন জন অজ্ঞাত বাঙালির মৃত্যুর দায়ভার চাপায় খাসিয়াদের ওপর। গণহারে আসামি করা হয় খাসিয়াদের। প্রভাবশালী মহলটির মদদে পুলিশ খাসিয়াদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ভয়ে খাসিয়ারা পালিয়ে যায়। পুঞ্জিটি শূন্য হয়ে পড়ে। এ সুযোগে পুঞ্জি লুটপাট করা হয়। সমস্ত গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে খাসিয়াদের পরিচিত লাল মিয়াকে পুঞ্জির হেডম্যান করে। তার সঙ্গে চুক্তি করে কয়েকটি খাসিয়া পরিবার পুঞ্জিতে ফিরে আসে। এখন পুঞ্জিতে চল্লিশটি পরিবার বাস করছে। তবে পুঞ্জিতে খাসিয়া মাত্র দুটো পরিবার রয়েছে। এখনও চলছে পুঞ্জি দখলের তৎপরতা। আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ নাজমুল রহমান পুঞ্জিটি তার শ্রীপুর চা বাগানের জমি বলে দাবি করে মামলা করেছেন। মূলত নানা ধরনের ক্ষমতার সমীকরণে খাসিয়াদের পুঞ্জিতে খাসিয়ারাই পরবাসী হয়ে পড়েছে।

আমরা যখন বৈরাগী পুঞ্জির হেডম্যান লাল মিয়ার সঙ্গে পুঞ্জির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি, তখন মোবাইলে ফোন এলো, বালাইমা পুঞ্জি দখলের জন্য সশস্ত্র অবস্থায় একটি গ্রুপ অগ্রসর হচ্ছে। তারা ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যের লোক। যোগাযোগ করা হল মৌলভীবাজারের এসপির সঙ্গে থানায়। তবে বালাইমা পুঞ্জি বহিরাগত সশস্ত্র বাঙালিরা দখল করতে পারেনি। খাসিয়ারা রুখে দিয়েছে। তারা দখল চেষ্টাকারী কয়েকজনকে বেঁধে রেখেছে। জানা গেছে, বালাইমা পুঞ্জির হেডম্যান রিওয়েল খাংলা স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাঁদা দিতো। সমিতির নামে চাঁদা তোলা হতো। বিগত সময় প্রভাবশালী মহলটি আওয়ামী লীগের ছিলো। বর্তমানে তারা বিএনপি'র। গত কয়েক মাস ধরে হেডম্যান প্রভাবশালীদের চাঁদা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে ক্ষুব্ধ তারা। চাঁদা না পেয়ে উচ্ছেদের ভয় দেখিয়েছে খাসিয়াদের। ক্ষমতাসীনদের সমর্থনে আক্রমণ করেছে বালাইমা পুঞ্জিতে।

দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে আমরা রাত আটটায় পৌঁছাই মাধবকুণ্ডে। প্রকৃতির এক অনিন্দ্য রূপ। দূর থেকেই পানি প্রবাহের শোঁ শোঁ শব্দ। কাছে যেতেই দেখতে পাই প্রায় হাজার ফুট উঁচু থেকে পানি পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে। ছোটবড় অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। পাশেই একটি ছোট পরিত্যক্ত মন্দির। হয়তো একদা কোনো তপস্বী প্রাকৃতিক নৈসর্গে এসে ধ্যানমগ্ন হতেন। মাধবকুণ্ড ঝর্নার পাশেই মাধবকুণ্ড পুঞ্জি। ঝর্নার প্রবাহধারা পার হয়ে আমরা পৌঁছাই মাধবকুণ্ড পুঞ্জিতে। সেখানে জড়ো হয়েছেন বেশ কয়েকজন হেডম্যান। তারা বললেন, স্থানীয় প্রভাবশালী বাঙালি লোকেরা তাদের কাছে চাঁদা দাবি করছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা হুমকি দিচ্ছে। এম আর চা বাগান পাশের কাটাঝুড়ির পুঞ্জিটি তাদের বলে দাবি করছে।' জানা গেছে, একটি সমাবেশে স্থানীয় সংসদ সদস্য এম এ মাহিন নাকি তাদের চলে যেতেও বলেছে। এখন পুঞ্জিগুলোতে বিরাজ করছে আতঙ্ক।

১৭ জুলাই আমরা রওনা হই দুর্গম পার্বত্য এলাকা কুকিঝুড়ির দিকে। দুর্গম এলাকা বলে প্রায় চার কিলোমিটার পথ আগেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে হলো। খালি পায়ে পথ চলা। খাসিয়ারা পাহাড় কেটে ছড়ার গতিপথকে প্রশস্ত করে পথটি বের করেছে। দু'পাশে গহিন বন। দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যার আভা পাওয়া যাচ্ছে। ছড়ার পানি প্রবাহের মাঝে ছোটবড় পাথর। তার মধ্যে সাবধানে পথ চলা। প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে পৌঁছাই

প্রতিনিয়ত চা বাগানে শোষিত হচ্ছে ওরা। তবুও চা বাগানই ওদের জীবন, আনন্দ উচ্ছ্বাসের ঠিকানা

কুকিঝুড়ি পুঞ্জিতে। পুঞ্জিটি ১৩৫ একর জায়গা নিয়ে। প্রায় ত্রিশটি পরিবার থাকে পুঞ্জিতে। গত ১৫ মে পাশের বেলুয়া পুঞ্জিটি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালী মহল। সশস্ত্র আক্রমণ করে পুঞ্জি থেকে সত্তরটি খাসিয়া পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বেলুয়া পুঞ্জিতে তিন সন্তান নিয়ে বাস করতেন পিলচন খাসিয়া। তিনি বলেন, সন্তানদের নিয়ে অসহায় অবস্থায় অন্য পুঞ্জিতে উঠেছি। কাজ পাচ্ছি না। আমার বাড়ি, পানের বরজ সবই লুট করে নিয়ে গেছে। বেলুয়াপুঞ্জি উদ্ধার করে দেবে বলে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে বলে কুকিঝুড়ি পুঞ্জির মন্ত্রী যোশেফ হ্যাংলো জানিয়েছেন। তবে বিতাড়িত খাসিয়ারা বিশ্বাস করতে চায় না। লুতিঝুড়ি পুঞ্জিতে চলছে দখলের প্রক্রিয়া। স্থানীয় চেয়ারম্যান আসাদুর আলী লুতিঝুড়ি পুঞ্জির হেডম্যান জ্যোতিশ র‍্যাংসার বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা দিয়েছে। চাঁদার দাবি করছে। পুঞ্জি থেকে খাসিয়াদের চলে যেতে চাপ দিচ্ছে। তার লোকেরা পানের বরজ ভেঙে ফেলেছে। খাসিয়াদের বাজারে না যাবার হুমকি দিচ্ছে। হেডম্যানদের বিরুদ্ধে দিয়েছে বন ও ডাকাতি মামলা।

গত বছর চলিতাছড়া পুঞ্জি দখলের চেষ্টা করেছে স্থানীয় আবদুল্লাহ, ফুলমিয়া, রউফ মিয়া। তারা বিডিআরের ভয় দেখিয়ে খাসিয়াদের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছে। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। চলিতাছড়া পুঞ্জির হেডম্যান জহিনুল খাসিয়া ২০০০কে বলেন, ‘খাসিয়ারা পাহাড়ের আদি বাসিন্দা। পাহাড় খাসিয়াদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে হবে। স্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকার কারণে খাসিয়া বিভিন্ন স্বার্থন্বেষী মহল দ্বারা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে। খাসিয়ারা বৃহত্তর সিলেট জেলার প্রায় দেড়শ’ পুঞ্জিতে বসবাস করে। গত এক দশকে তারা হারিয়েছে বিশটি পুঞ্জি’।

মূলত খাসিয়াসহ সিলেটের চা বাগানের আদি অধিবাসীরাও ভূমি হারাচ্ছে। সম্প্রতি ল্যাংলিছড়া চা শ্রমিক কন্দ আদিবাসীর বসতের পাহাড়টি প্রতারণা করে জনৈক দেলোয়ার হোসেন দখল করে নেয়। সশস্ত্র যুবকেরা ২৩ জুন দখল করতে এসে পরিবারে সদস্যদের মারধর করে। এখন পরিবারের সদস্য একজন নিখোঁজ। ঘটনাটি তোলপাড় হওয়ায় দমে গেছে সন্ত্রাসীরা। আদিবাসী ফোরাম ও চার্চের সহযোগিতায় কন্দ পরিবারটি বাড়ি ফিরে পেয়েছে।

প্রভাবশালীদের নানা প্রক্রিয়ায় চলছে পাহাড় দখলের প্রক্রিয়া। কুমিল্লা থেকে এসে হাফিজ উদ্দীন কয়েক বছরেই পাহাড়ে একশ’ বিঘা জমি করে ফেলেছে। আবির্ভাব ঘটেছে আরো হাফিজ উদ্দীনদের। আদিবাসীদের সহজ-সরলতার সুযোগে তারা জমি হাতিয়ে নিচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে মরিয়া সর্বমহল। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালীরা তৎপর পাহাড় দখলে। বিরোধী দল যাদের তারা ভোট দেয়, তারা নীরব দর্শক। সুযোগ বুঝে তারাও দখলের চেষ্টা চালায়। থানার পুলিশ মিথ্যা জেনেও একের পর এক মামলা গ্রহণ করে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে। নিজেরা গাছ কেটে প্রভাবশালীদের সঙ্গে জোট বেঁধে বন কর্মকর্তারা মামলা দায়ের করে খাসিয়া হেডম্যানদের বিরুদ্ধে। অথচ পাহাড়ের গাছগুলো তাদের যত্নেই বড় হয়ে ওঠে। উচ্ছেদ ও মামলায় পড়ে সর্বশান্ত হতে চলছে খাসিয়া জনগোষ্ঠী। স্থানীয় সাংবাদিকরা প্রভাবশালীদের চাপে নিপীড়নের সংবাদ পাঠাতে পারে না। বিপন্ন আজ তাদের অস্তিত্ব।

পাহাড়ে পরম যত্নে খাসিয়ারা গাছ লাগায়, পানের বরজ করে।
অথচ গাছ ও পান প্রভাবশালীরা কেটে নিয়ে যায়

খাসিয়া : গড়ে উঠছে প্রতিরোধ

ইউনিভার্সেল ডিকলারেশন অব হিউম্যান রাইটস নামে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে একটি সনদ অনুমোদিত হয়। সনদের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের এককভাবে অথবা অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কাউকে খুশি মতো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রতিটি নাগরিকের সম্পত্তি ও মতপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে। অথচ আধিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের পৈতৃক ভূমির অধিকার থেকে। একের পর এক পুঞ্জি দখল করে খাসিয়াদের উচ্ছেদ করা হলেও নীরব সরকার। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। আদিবাসীদের ভূমির

অধিকার কিভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে গত ত্রিশ বছরে সরকার সুপরিকল্পিত কোনো চিন্তা করেনি। ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নানাভাবে প্রতারিত হয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছে আদিবাসীরা। খাসিয়াদের ভূমির অধিকার প্রসঙ্গে মৌলভীবাজারের সংসদ সদস্য ও বিরোধী দলের হুইপ আব্দুস শহীদ বলেন, ‘আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রয়োজন। আমাদের শাসনামলে বিষয়টি সংসদে উত্থাপনের চেষ্টা করছি।’ তবে তাদের শাসনামলে ইকো পার্ক করে আদিবাসী উচ্ছেদের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ইকো পার্ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প। খাসিয়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করেই ইকো পার্কের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিলো’। খাসিয়া জনগোষ্ঠীর ভূমি উচ্ছেদ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলভীবাজারের এসপি রওশন আরা বেগম বলেন, আমি আদিবাসী উচ্ছেদ হচ্ছে এমন কথা আজ আমি প্রথম শুনলাম। বালাইমার ঘটনা শোনার পর আমি ফোর্স পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আমার নয়। তবে আমি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি আগামীতে দেখবো।

তবুও পাহাড়কেই আঁকড়ে ধরে বাঁচার স্বপ্ন, প্রতিরোধের দীপ্ত শপথ

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ২০০০কে বলেন, ‘খাসিয়া জনগোষ্ঠী এদেশের আদি অধিবাসী। পাহাড়ের ভূমির অধিকার শুধু তাদের। আজ খাসিয়াদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে সংগ্রাম করে হলেও ভূমির অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।’

সিলেটের শান্তিপ্রিয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী খাসিয়ারা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। গড়ে তুলছে প্রতিরোধ। প্রতিরোধের ধরন এখনও শান্তিময়। তবে তাদের সামনে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উদাহরণ। এ কারণে আজ খাসিয়াসহ বৃহত্তর সিলেদের আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে সরকারকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

‘আমাকে এমন একটি কথা দাও যা হবে সহজ, সুন্দর ও আন্তরিকতায় ভরা।’ চাইছি কারো উদার সহযোগিতাময় হাত ও নিবিড় বন্ধুত্ব। ২০ ঊর্ধ্ব রমণীদের প্রতি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো।– তানভীর, ফোন- ৭১২৫১২৯ (রাত ৯টার পরে)

***

পাত্রী চাই, প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স, এমবিএ ও সিএ অধ্যায়ণরত বর্তমানে বহুজাতিক একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত (উচ্চতা- ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, বয়স-২৮) পাত্রের জন্য সুন্দরী ও মার্জিত পাত্রী চাই। পাত্রী নিজে সরাসরি বা অভিভাবকরা নিঃসংকোচে যোগাযোগ করুন। ফোন-০১৮-২৯৯৮৯৫ (টিএন্ডটি ইনকামিংসহ)। বক্স নং-২৬৩, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

Tuition Wanted, MBA students (IBA, DU) with extensive hands on experience in teaching IELTS, TOEFL, GMAT, SAT, IBA, NSU are offering tutorial assistance.– Polash (Civil, BUET), Asheq (Hons + MA in English) 8014402, 019-357050 (T & T)

***

পাত্রী চাই, প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র কর্মকর্তা (৩৮) বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত। সংগত কারণে ২য় স্ত্রী গ্রহণে আগ্রহী। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত/শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হাসি-খুশি স্বভাবের লাস্যময়ী লম্বা সুন্দরী পাত্রী চাই।– বিজ্ঞাপনদাতা, জিপিও বক্স নং-৮৭৪, ঢাকা-১০০০